সংবাদ
তারিখ ... ১ ৭ MAR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ৩ ...

বেসরকারি স্কুলশিক্ষকদের টিউশনির ওপর নিষেধাজ্ঞা

বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা এখন থেকে আর প্রাইভেট টিউশনি করতে পারবেন না বলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ৪ মার্চ একটি নির্দেশ জারি করেছে। আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্তটিকে এই অর্থে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করব যে, টিউশনি এবং সেই সূত্রে সারাদেশে কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরেই একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সন্দেহ নেই শিক্ষকদের টিউশনির রেওয়াজটি এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যাতে করে স্কুলের বদলে শিক্ষকদের বাড়ি কিংবা কোচিং সেন্টারগুলোই প্রকৃত স্কুলে পরিণত হয়েছে। এটা যে শিক্ষার মূল কেন্দ্রগুলোকেই ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিচ্ছে সে বিষয়ে দ্বিমত করার অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না। টিউশনি ও কোচিং সেন্টারের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটি সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এবং একই কারণে শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন শিক্ষকদের টিউশনি ও কোচিং সেন্টারের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের টিউশনি সংক্রান্ত এই নির্দেশটি জারি হওয়ায় এবং সেটাকে আমরা যুক্তিযুক্ত বলে আখ্যায়িত করলেও এই পটভূমিতে আমাদের পক্ষ থেকে আরও কিছু কথা বলার আছে। যে নির্দেশটি জারি হলো সেটা যদি নিতান্তই কাগজে-কলমে কিংবা ফাইলপত্রে থেকে যায় তাহলে তাতে কোন লাভ নেই। আমরা চাই আইনটি সত্যিকার গুরুত্বের সঙ্গে যেন কার্যকরী হয় সেই উদ্যোগটাও সরকার গ্রহণ করবে। এই জন্য মাঠপর্যায়ে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করাটা জরুরি। কারণ বহু নির্দেশ কখনই বাস্তবে কার্যকর হয় না কিংবা থাকে না।

আমরা আশা করব, টিউশনি সংক্রান্ত এই নির্দেশ কঠোরভাবে যাতে কার্যকরী হয় সেই জন্য সরকার সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শুধু বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেলায়ই নয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি কার্যকর করা কিংবা রাখা জরুরি বলে আমরা মনে করি। একই সঙ্গে এই নির্দেশ কার্যকর করার কারণে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ বেসরকারি শিক্ষকের বাড়তি আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পটভূমিতে শিক্ষকদের জীবনে যে আর্থিক চাপের সৃষ্টি হবে সেই দিকটাও সরকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া এটাকে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আমরা সেলিম ভূঁইয়ার মতো বিষয়টিকে ষড়যন্ত্র বলে শনাক্ত না করলেও সরকারি এই সিদ্ধান্তে যে শিক্ষকদের জীবনে আর্থিক অনটন নেমে আসবে সেই সত্যটা স্বীকার করতে চাই। এই জন্যই শিক্ষকদের আর্থিক দিকটা বিবেচনায় নেয়ার জন্য এবং সেসঙ্গে শিক্ষকদের বেতনভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্যও আমরা সরকারের কাছে জোর দাবি জানাব। যে সুযোগ-সুবিধা শিক্ষকরা এতদিন ধরে ভোগ করে আসছিলেন সেটা হঠাৎ করে একটি নির্দেশ দিয়ে বন্ধ করতে গেলে সেই আইনটিও কার্যকরী করা যাবে কি না সেটাও সরকারকে ভেবে দেখেতে হবে। এই জন্য নির্দেশটিকে কার্যকর করার জন্য পর্যায়ক্রমে কোন পন্থা অবলম্বন করা যায় কি না সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

বর্তমানে দেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণে শুধু শিক্ষকরাই নয়, সমাজে প্রত্যেকটি শ্রেণীরই নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতি বছর দ্রব্যমূল্য বাড়লেও শিক্ষকদের বেতন কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়ে না। আমরা এটাও জানি যে মূলত অনন্যোপায় হয়েই শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি করে থাকেন। তাদের বেতন প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম, বাড়িভাড়া মাত্র ১শ' টাকা। এই কারণে প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ হয়ে গেলে শিক্ষকদের দৈনন্দিন জীবনে যে কঠিন অবস্থা নেমে আসবে সেটাও ভুলে গেলে চলবে না।

আমরা ৪ মার্চে জারি করা টিউশনি করতে না পারার নির্দেশটিকে যেমন সমর্থন করি, ঐই নির্দেশটি যাতে ভালভাবে বাস্তবায়িত হয় সেটাও যেমন চাই, তেমনি নির্দেশটি কার্যকরী করার জন্য শিক্ষকদের চলার মতো বেতন-ভাতা বৃদ্ধিরও জোর দাবি জানাব। তা না হলে বাস্তবে এই ধরনের নির্দেশের কোন কার্যকারিতা থাকবে বলে মনে হয় না। আইন মানুষের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে পারে না। এটা মনে রাখা দরকার।